বার্তি সংযুক্তি - ১

অধ্যয়ন সহায়ক প্রশ্নের উত্তরমালা

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কি অস্তিত্ব আছে?

(১ম অধ্যায়ের প্রশ্ন পাওয়া যাবে 14 পৃষ্ঠায়)

১। সবচেয়ে নিগূঢ় যে প্রশ্নটি আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন তা হল "ঈশ্বরের কি অস্তিত্ব আছে?"

২। "ঈশ্বরের অস্তিত্ব কি আছে?" অতীব নিগূঢ় কারণ যেভাবে আমরা উত্তর দিব সেভাবেই আমরা আমাদের জীবনের অন্য সকল প্রশ্নের উত্তর পাব।

৩। বাইবেল আরম্ভ হয়েছে ঈশ্বর আছেন তাহার নিশ্চয়তা দিয়ে।

৪। ঈশ্বরে বিশ্বাসের জন্য প্রথম যে সাক্ষ্যটি আমাদের বাধ্য করে তা হল পৃথিবী থেকে সাক্ষ্য। পৃথিবী এবং মহাবিশ্ব ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা অনবরত ঘোষণা করে আসছে।

৫। যদি মানব অস্তিত্বে ঈশ্বরের অবদান অস্বীকার করা হয়, তবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না। (১) জীবনের উৎপত্তি, (২) প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব, এবং (৩) পরিবারের অস্তিত্ব।

বাইবেল, ঈশ্বরের বাক্য

(২য় অধ্যায়ের প্রশ্ন পাওয়া যাবে 29 পৃষ্ঠায়)

১। গ্রীক উক্তি যাহাকে অনুবাদ করা হয়েছে, "ঈশ্বর নিঃশ্বসিত" তাহার আক্ষরিক অর্থ হল "ঈশ্বরের নিঃশ্বাস।" পার্থিব লেখকগণ "অনুপ্রাণিত" হয়ে থাকেন অনেক ধরনের উদ্দীপকের মাধ্যমে, কিন্তু বাইবেল নিশ্চিত করে বলে যে ঈশ্বরই হলেন অনুপ্রাণিত হবার উৎস।

২। ডাইওক্লেশিয়ান বাইবেল নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে একশত বছর পরে যখন অন্য একজন রোমীয় সম্রাট নতুন নিয়মকে পুনরায় প্রকাশ করতে চাইলেন ২৪ ঘন্টার মধ্যে পঞ্চাশটি অনুলিপি তাহার সামনে আনয়ন করা হয়েছিল।

৩। বাইবেল লেখা হয়েছিল এমন সময়ে যখন তাহারা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান অথবা স্বাস্থ্য চর্চা জানতনা, কিন্তু মোশির পুস্তক আধুনিক সকল বিষয়ে প্রদর্শন করেছে। যদিও বিজ্ঞানীদের দ্বারা জীবাণু আবিষ্কারের তিন হাজার বছর পূর্বে উহা লেখা হয়েছিল, তবুও ঐ সময়ে লেবীয় ১৩:৪৫ পদ রোগ সংক্রামণ প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থার নির্দেশ করেছে।

৪। সাহিত্যের সকল প্রজ্ঞার বিষয় বাইবেলের লেখায় উল্লেখিত হয়েছে এবং চল্লিশ জনের অধিক লোক উহা লিখেছেন দুই হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে, এর পরেও উহার মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে ঐক্যতা বিরাজমান আছে।

৫। পবিত্র বাইবেলের মূল সুর হল একজন মানুষের কাহিনী- "যীশু খ্রীষ্ট।"

৬। অন্য সকল পুস্তকের চেয়ে মানুষের উপরে একমাত্র বাইবেলই প্রভাব বিস্তার করে আছে। ইহা ইতিহাসের প্রবাহ পরিবর্তন করে দিয়েছে, সাম্রাজ্য নির্মাণ করেছে, এবং যাহারা উহার উপদেশ পালন করেছে তাহারা কৃতকার্য হয়েছেন এবং আশীর্বাদ পেয়েছেন।

৭। পবিত্র বাইবেল, তাহার পাঠকদের অনন্তকাল সম্পর্কে প্রত্যাশা এবং নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে এবং যখন একজন তাহার প্রিয়জনকে মৃত্যুর কারণে হারিয়ে ফেলে, পবিত্র বাইবেল তাহাদের সান্ত্বনা দিয়ে থাকে।

৮। "পবিত্র বাইবেল" এর সাতটি বিষ্ময়কর দিক হলঃ প্রাচীনতা, আধুনিকতা, বিচিত্রতা, ঐক্যতা, মূলভাব, প্রভাব এবং সান্ত্বনা।

পিতা ঈশ্বর কে?

(৩য় অধ্যায়ের প্রশ্ন পাওয়া যাবে 47 পৃষ্ঠায়)

১। কারণ ঈশ্বরই একমাত্র সত্য এবং জীবন্ত স্বত্বা। তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি একমাত্র স্বত্বা যিনি চিরস্থায়ী, সর্বশক্তিমান, সর্বজান্তা এবং সর্বত্র বিরাজমান।

২। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর-স্বরূপের ধারণা পাওয়া যাবে, আদি ১:২৬, ৩:২২, ১১:৭ এবং যিশাইয় ৬:৮।

৩। যীশুর বাপ্তিস্ম, মানুষের উদ্ধারের কার্য্য, প্রার্থনা, এবং মহা আজ্ঞার বাপ্তিস্মে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার একত্রিত কার্য্যের উদাহরণ প্রমাণ করে।

৪। ঈশ্বরের কাছে আসার একমাত্র পথ হল যীশু খ্রীষ্ট। তিনি ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে একমাত্র নির্ভরযোগ্য মধ্যস্থকারী।

৫। যোহন ১৪:৬ এবং ১তীম: ২:৫ শিক্ষা দেয় যে, দূতগণ, সাধুগণের অথবা অন্য কোন মানুষের (জীবিত অথবা মৃত) মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে আসতে পারি না। ঈশ্বরের কাছে যাবার যীশু খ্রীষ্ট হলেন একমাত্র পথ।

৬। যীশুকে "মনুষ্য পুত্র" বলা হয় মানুষের সাথে সম্পর্ক দেখাতে এবং ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক দেখাতে তাহাকে বলা হয় "ঈশ্বর পুত্র।"

৭। ঈশ্বরের সম্পর্কে কিছু তথ্য বাইবেলে তুলে ধরা হয়েছে যেমনঃ (১) পিতা, পুত্র এবং পবিত্রআত্মা বর্তমান। (২) তিনে মিলে এক গৌরবময়ী ঈশ্বর-স্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে। (৩) তাহারা ঐক্যবদ্ধ এবং এক হিসেবে বর্তমান। (৪) তাহারা অনন্তকালীন, পৃথক এবং সকল সৃষ্টির চেয়ে আলাদা। (৫) তাহারা ইচ্ছায় এবং উদ্দেশ্যে এক।

৮। ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন ইহার উপরে এই সকল সত্য অবলম্বন করেঃ (১) তিনিই সকল বাস্তবতার পিছনে রয়েছেন। (২) তিনি অনন্তকালীন। (৩) তিনি সর্বশক্তিমান। (৪) তিনি সব জানেন। (৫) তিনি সর্বত্র বিরাজমান। (৬) তিনি একমাত্র সত্য এবং জীবন্ত ঈশ্বর।

৯। কলসীয় ১:১৬,১৭ পদে আমাদেরকে বলেছে যে ঈশ্বর অবিরাম পৃথিবীতে কাজ করতেছেন, সবকিছু একত্রে ধরে রাখিতেছেন। যুক্তি এবং পর্যবেক্ষণও আমাদের বলে যে এক শক্তিমানের হস্ত পৃথিবীকে রক্ষণাবেক্ষণ করতেছেন উহার প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে। তিনি বায়ু, পানি এবং সূর্যের আলো দিয়ে যাচ্ছেন পৃথিবীর জন্য এবং উহার মানুষের জন্য।

১০। যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের ধার্মিক বিচার হবে ব্যক্তিগত, নির্দিষ্ট এবং সার্বজনীনভাবে।

যীশু, ঈশ্বরের পুত্র

(৪র্থ অধ্যায়ের প্রশ্ন পাওয়া যাবে 55 পৃষ্ঠায়)

১। খ্রীষ্টিয়ানত্বের কেন্দ্রে এই সত্য লুকিয়ে আছে যে, যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র।

২। কিছু নির্দিষ্ট বংশাবলীসহ যীশুর জন্মের ভাববানী করা হয়েছে। তাঁহার জন্মের স্থান এবং প্রকৃতি ভাববানীতে বলা হয়েছে। ভাববাদীগন তাঁহার মিশরে লুকানোর কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁহার জন্মের সময়ের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ভাববানী করা হয়েছে। ভাববানীতে বলা হয়েছে তাঁহার গালিলী জীবন সম্পর্কে, বিজয়ী বেশে যিরূশালেমের প্রবেশ, তাঁহার অগ্রগামী দূত সম্পর্কে এবং তাঁহার কার্য্য সম্পর্কে। তাঁহার প্রচার, দৃষ্টান্তের দ্বারা শিক্ষা পরজাতীয়দের কাছে প্রচার, এবং যিহূদী শাসন কর্তাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যান এইসব কিছুই পূর্বে ভাববানী করা হয়েছে। যীশুর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা এবং মৃত্যুর ছবি প্রচুর ভাবে ভাববানী করা হয়েছে। তাঁহার মৃত্যুর সময়ের বাণী পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, উহার সাথে সাথে তাঁহার কবর প্রাপ্ত, পুনরুত্থান, এবং স্বর্গে আরোহণও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। (51 এবং 52 পৃষ্ঠা দেখুন।)

৩। যীশুর জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণতা প্রমাণ করে যে যীশু স্বর্গীয় এবং যে সকল পুরুষেরা বাইবেল লিখেছিলেন তাহারা ঈশ্বর অনুপ্রাণিত ছিলেন।

৪। যীশু অব্রাহমের পূর্বে ছিলেন বলে দাবি করে ছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বরের সাথে ছিলেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে তিনি স্বর্গ হতে এসেছেন এবং পৃথিবীর উপরে তাঁহার সকল অধিকার আছে।

৫। যীশু বলেছেন যে তিনি জগতের জ্যোতি, এরপরে তিনি অন্ধকে চোখের আলো দিলেন। তিনি নিজেকে জীবন খাদ্য বলেছেন এবং পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ালেন। তিনিই পুনরুত্থান এবং জীবন এবং তিনি লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবন দান করেছেন।

৬। যীশুর সৎগুন/সততা পীলাতের স্ত্রীর, হেরদের, ক্রুশের দস্যু এবং যিহূদার দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে।

৭। প্রভুর ভোজ, প্রভুর দিন, বাপ্তিস্ম এবং আমাদের দিনপঞ্জির (ক্যালেন্ডার) তারিখ হল প্রমাণ, যে যীশু বর্তমানে পৃথিবীর উপরে

প্রভাব বিস্তার করে আছেন।

পবিত্র আত্মা কে?

(৫ম অধ্যায়ের প্রশ্ন পাওয়া যাবে 65 পৃষ্ঠায়)

১। পবিত্র আত্মা "কি" নয় বরং প্রশ্ন করা হবে পবিত্র আত্মা "কে?" কারণ পবিত্র আত্মা একজন সত্বা, একজন ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্বের ব্যক্তি।

২। মূল কথা হল, পবিত্র আত্মা প্রমাণ করে যে, তাহার বিচার বুদ্ধি, মন, ইচ্ছা, প্রজ্ঞা এবং ভাবাবেগ আছে যাহা একজন জীবন্ত ব্যক্তির মত, কোন একটি শক্তি নয়।

৩। সাধারণত তিনটি শব্দ কখনই কোন শক্তির জন্য ব্যবহার করা হয় না যেমন, "দুঃখ পেয়েছেন/grieved," "অসম্মানিত হয়েছেন/insulted" অথবা "নিবারণ করা/quenched" কবিতা অথবা উদাহরণ হিসেবে ব্যতীত। এই সকল পদের বিষয় বস্তুতে দেখা যায় যে উহাতে কবিতার অথবা উদাহরণের ভাষা ব্যবহার করা হয় নাই। যদি কেহ পবিত্র আত্মাকে "দুঃখ/grieve" অথবা "অসম্মানিত/insult" করতে পারে, তবে পবিত্র আত্মা অবশ্যই একজন ব্যক্তি।

৪। পবিত্র আত্মা, পিতা এবং পুত্রের সাথে তাহাদের অনন্তকালীন, সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান এবং সর্বত্র বিরাজমান গুণাবলীর সহভাগি। পিতা এবং পুত্রের মত পবিত্র আত্মার সৃষ্টি শক্তি আছে।

ঈশ্বর মানব বেশে

(৬ষ্ঠ অধ্যায়ের প্রশ্ন পাওয়া যাবে 76 পৃষ্ঠায়)

১। নতুন নিয়মের প্রথম চারখানা পুস্তক- সু-সমাচার- প্রচার করে যে ঈশ্বর কিভাবে মানব হয়ে এসেছিলেন।

২। জন্ম থেকে যীশুর আরম্ভ হয় নাই, কারণ তিনি পৃথিবীর সৃষ্টির পূর্বে পিতার গৌরবের সহভাগি ছিলেন।

৩। যোহন ১:১-৫ পদে চারটি মহা সত্য শিক্ষা দান করেঃ (১) যীশু কোন সৃষ্ট সৃষ্টি নয়। (২) ঈশ্বর যীশুর মাধ্যমে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। (৩) যীশু জীবের জীবন দান করেন। (৪) যীশু হলেন জীবন ও মৃত্যুর প্রভু।

৪। যীশু এই জগতে নেমে এসেছিলেন (১) স্বর্গ ছেড়ে, (২) মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন, (৩) মানুষের সেবা করেছিলেন, এবং (৪) মৃত্যুকে গ্রহণ করলেন।

৫। ঈশ্বর মানুষ হয়ে এসেছিলেন এই জগতে, ইহাই খ্রীষ্টিয়ানত্বের মূল সুর।

৬। যীশুর জন্ম ছিল অদ্বিতীয় ধরনের কারণ তিনি কুমারী মাতার গর্ভে জন্ম নিলেন।

৭। আমরা যেন কখনই ভুলে না যাই যে যীশু (১) ঈশ্বর ছিলেন এবং আছেন, (২) মানব দেহে পৃথিবীতে এসেছিলেন, এবং (৩) ঈশ্বর মানব হিসেবে পৃথিবীতে জীবন যাপন করেছেন।

৮। যীশু ঈশ্বর ছিলেনঃ মানুষ পিপীলিকায় পরিণত হবার চেয়েও মানব দেহে যীশুর আগমন ছিল এক বড় ধরনের পদক্ষেপ।

যীশুকে আমরা কিভাবে অবলোকন করব?

(৭ম অধ্যায়ের প্রশ্ন পাওয়া যাবে ৪৪ পৃষ্ঠায়)

১। "উদ্ধারকর্তা" শব্দটি তাহার প্রতি ব্যবহার করা যায় যিনি অন্যদেরকে মহাসংকট হতে রক্ষা করেন।

২। যীশু আমাদের উদ্ধারকর্তা এই অর্থে যে তিনি আমাদের পাপ হতে আমাদের উদ্ধার করেছেন। তিনি আধ্যাত্মিক উদ্ধার কর্তা।

৩। "খ্রীষ্ট" অর্থ হল "ঈশ্বরের অভিষিক্ত অথবা মনোনীত ব্যক্তি।"

৪। আমরা জানি যে যীশু হলেন ঈশ্বরের পুত্র কারণ যীশুর বাপ্তিস্মের সময়ে ঈশ্বর তাঁহাকে ঘোষণা করেছেন তাঁহার পুত্র হিসেবে। প্রেরিত যোহন বলেছিলেন যে আমাদের তিনজন সাক্ষী দেওয়া হয়েছে পবিত্র আত্মা জল এবং রক্ত।

৫। পবিত্র আত্মা, জল এবং রক্ত বলতে যীশুর প্রেরিত যীশুর জীবনের ঘটনাকে বুঝিয়েছেন। যখন তিনি জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন তখন তাহার উপরে আত্মাকে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং রক্ত দিয়ে বুঝানো হয়েছে তাঁহার মৃত্যুর ঘটনাকে।

৬। পিতর তাহার পাঠকদেরকে আহবান করেছিলেন যীশুকে প্রভু ও খ্রীষ্ট হিসেবে গ্রহণ করতে (প্রেরিত ২:৩৬)।

৭। যদি যীশু প্রভু হয়ে থাকেন (এবং অবশ্যই তিনি প্রভু), তবে তাঁহার

শিক্ষায় আমাদেরকে সমর্পণ করতে হবে এবং আমাদের জীবনে তাঁহাকে প্রাধান্যতা দিতে হবে।

যীশু কেন এই পৃথিবীতে এসেছিলেন?

(৮ম অধ্যায়ের প্রশ্ন পাওয়া যাবে ৭৭ পৃষ্ঠায়)

১। প্রভুর এই জগতে আগমন ছিল মানব ইতিহাসের মহান এক ঘটনা। আমাদের পরিত্রাণ তাঁহার আগমনের উপরে নির্ভরশীল ছিল।

২। যীশু সম্পূর্ণভাবে একজন মানুষ এবং ঐশ্বরিক সত্বা ছিলেন।

৩। যীশু সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বরিক সত্বা এবং মানব ছিলেন।

৪। আমাদের প্রভু তাঁহার কর্মের, মৃত্যুর, এবং পুনরুত্থানের দ্বারা একদল লোকদের খোঁজ করতে এসেছিলেন যাহাদের তিনি তাঁহার মণ্ডলী বলে অভিহিত করবেন।

৫। যীশু বারোজন শিষ্যকে মনোনীত করেছিলেন এবং নিজেই তাহাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু এটা প্রমাণিত যে, তিনি তাহাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন সেই কাজের জন্য, যাহা তাহারা তাঁহার স্বর্গে যাবার পরে করবেন (যোহন ১৪:১৯)।

৬। পত্রাবলী আমাদের দেখায় যে, কিভাবে যীশুর জীবনের প্রতি আমরা আমাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করব, তাঁহার আধ্যাত্মিক দেহে যুক্ত হয়ে।

৭। না, আমরা তাঁহার মণ্ডলীতে না এসে যীশুর জীবনের প্রতি যথাযথ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারি না।

৮। আমরা যদি তাঁহার মণ্ডলী হয়ে জীবন যাপন না করি তবে এই পৃথিবীতে যীশুর মিশন পরিপূর্ণ করতে পারব না।

ক্রুশ ও মণ্ডলী

(৯ম অধ্যায়ের প্রশ্ন পাওয়া যাবে ১১৩ পৃষ্ঠায়)

১। বাইবেল কাহিনীর কেন্দ্র হল ঈশ্বরের পুত্র, তাঁহার জীবন মানব জাতির জন্য বলিদান/উৎসর্গ করেছেন।

২। পাপের জন্য ঐশ্বরিক বলি উৎসর্গ এবং মৃত্যু হতে ঐ বলি উৎসর্গের পুনরুত্থান এক মাত্র খ্রীষ্টিয়ানত্বের কেন্দ্রবিন্দুতেই পাওয়া যাবে।

৩। মণ্ডলী বিহীন খ্রীষ্টিয়ানত্বের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, কারণ মস্তক

যেমন দেহ ছাড়া চলতে পারে না সেই মত দেহ মস্তক ছাড়া চলতে পারে না।

৪। ক্রুশ (১) মণ্ডলী সৃষ্টি করেছে, (২) মণ্ডলীকে পরিষ্কার করে, এবং (৩) মণ্ডলীকে সম্পূর্ণ বা উন্মুক্ত করেছে।

৫। তাঁহার উপরে বিশ্বাস (প্রেরিত ১১:১৮), খ্রীষ্টকে ঈশ্বর পুত্র বলে স্বীকার (রোমীয় ১০:১০), খ্রীষ্টেতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ (গালা ৩:২৭) করার মাধ্যমে প্রত্যেক জনকে খ্রীষ্টের দেহে প্রবেশ করতে হবে ।

৬। পাপ ক্ষমা এবং জীবন পেতে যীশু আমাদের আহবান করেছেন।

৭। যীশুর দেহ হল মণ্ডলী।

"মণ্ডলী" কি?

(১০ম অধ্যায়ের প্রশ্ন পাওয়া যাবে 123 পৃষ্ঠায়)

১। পবিত্র আত্মার দ্বারা উক্ত শব্দটির ব্যবহার বুঝতে পারা হল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদেরকে বাইবেল জগতটাকে অধ্যয়ন করতে ইচ্ছা থাকতে হবে, শব্দের অর্থ, ব্যাখ্যা, এবং অভিপ্রায় জানতে, যাহা যীশু এবং প্রেরিতগণ কিভাবে ব্যবহার করেছেন। (115 থেকে 122 পৃষ্ঠা এবং 300 পৃষ্ঠায় বার্তি সংযুক্তি ৩ দেখুন।)

২। "মণ্ডলী" শব্দটি দিয়ে তাহাদের বুঝানো হয়েছে যাহারা খ্রীষ্টের সু-সমাচারে আজ্ঞাবহ হয়েছেন এবং খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা উদ্ধার পেয়েছেন। এই দেহকে বলা হয় "মণ্ডলী" কোন একস্থানে স্থানীয় খ্রীষ্টিয়ানগন উপাসনালয় একত্রিত হিসেবে। অবশ্য, উহা পৃথিবীতে যাহারা উদ্ধার পেয়েছে তাহাদেরকেও বুঝানো হয়ে থাকে।

৩। "মণ্ডলী" হল ঈশ্বরের মন্দির উহার অর্থ হল যে ঈশ্বর তাঁহার লোকদের মাঝে বসবাস করে থাকেন। এই কারণে আমাদের এমন ভাবে জীবন যাপন, কর্ম এবং উপাসনা করতে হবে যেন সর্ব সময় ঈশ্বর উপস্থিত আছেন।

৪। খ্রীষ্টিয়ান হল জীবন্ত গৃহ দিয়ে সৃষ্টি, মণ্ডলী। প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানকে সর্বদা বৃদ্ধি পেতে হবে।

৫। খ্রীষ্ট মণ্ডলীর মস্তক যেমন স্বামী স্ত্রীর মস্তক। খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে প্রেম করেন যেমন স্বামীর তাহার স্ত্রীকে ভালবাসা উচিত।

৬। প্রত্যেক জনকে বিশ্বাসে মন পরিবর্তনে, স্বীকার করে এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে প্রবেশ করতে হবে। ঈশ্বর প্রত্যেক পরিত্রিতদের তাঁহার মণ্ডলীতে যুক্ত করেন; কোন মানুষ তাহা পারে না।

৭। মণ্ডলী খ্রীষ্টের নাম পরিধান করে, তাঁহার উপাসনায় একত্রিত হয় এবং তাঁহার কর্ম এই জগতে করে থাকে। খ্রীষ্টের পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে জীবন যাপন করে।

মহান কাহিনীর পরবর্তী কাহিনী

(১১তম অধ্যায়ের প্রশ্ন পাওয়া যাবে 146 পৃষ্ঠায়)

১। মণ্ডলী হল মহা আজ্ঞার পরিপূর্ণতা (মথি ২৮:২০) এবং পৃথিবীতে খ্রীষ্টের দেহ।

২। প্রেরিত ২:১ পদে সর্বনাম "তাহারা" দিয়ে প্রেরিত ১:২৬ পদের এগার জনকে বুঝানো হয়েছে। বাইবেলে কোথাও নেই যে প্রেরিতগণ ছাড়া অন্য কেহ পঞ্চাশত্তমীর দিন পবিত্রআত্মা পেয়েছে।

৩। প্রেরিতদেরকে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়েছে যেন তাহারা ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশ করতে পারে, নিশ্চিত করতে পারে যে তাহাদের প্রচার ঈশ্বর থেকে এবং আশ্চর্য কাজের শক্তি অন্য খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে দান করতে পারেন।

৪। প্রেরিতদের পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম প্রমাণ করে যে নতুন নিয়ম আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে ঈশ্বর আ-অনুপ্রাণিত মনুষ্যদের দ্বারা।

৫। খ্রীষ্টের ঐশ্বরিকতার প্রমাণে পিতর যীশুর আশ্চর্য কাজের কথা, পুনরুত্থান, ভাববানীর পরিপূর্ণতা, সাক্ষ্য প্রমাণ এবং আত্মার অবতরণের কথা উল্লেখ করেছেন।

৬। পরিত্রাণের পরিকল্পনায় খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ছিল অপরিহার্য। যদি তিনি মৃত্যু হতে পূনরুত্থিত না হতেন তবে খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে কল্পনাও করা যেত না।

৭। পাপে মৃত্যুর চেয়ে ভয়ানক মর্মান্তিক আর কিছু নেই।

৮। পরিত্রাণের শর্ত সম্পর্কে, মার্ক ১৬:১৫,১৬ পদে বিশ্বাসের উপরে; লূক ২৪:৪৬,৪৭ পদ পাপ ক্ষমার এবং মন পরিবর্তনের উপরে; এবং মথি ২৮:১৮-২০ পদে বাপ্তিস্মের উপরে জোর দিয়ে উল্লেখ করেছে।

৯। প্রেরিত ২২:১৬ এর সাথে প্রেরিত ২:৩৮ মিল, প্রমাণ করেছে যে বাপ্তিস্ম হল পাপ ক্ষমা পাইবার জন্য অপরিহার্য।

নতুন নিয়মের মণ্ডলী

(১২তম অধ্যায়ের প্রশ্ন পাওয়া যাবে 161 পৃষ্ঠায়)

১। "তাহারা প্রেরিতদের শিক্ষায় নিবিষ্ট থাকিল" অর্থ হল বিশ্বস্ত ভাবে অনুপ্রাণিত প্রেরিতদের শিক্ষা অনুসরণ করত। ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি খ্রীষ্টিয়ানদের একই ভাবে মনোনিবেশ দিতে হবে।

২। যিরূশালেমের মণ্ডলী একই মনের, হৃদয়ের এবং মতবাদের (শিক্ষার) সহভাগিতা রাখত।

৩। অদ্যকার মণ্ডলীকে উহার সহানুভূতিশীলতার এবং ঈশ্বরের বাক্যে আনুগত্যতার জন্য পরিচিত হতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহারা সু-সমাচার গ্রহণ করেছেন তাহাদেরকে খ্রীষ্টেতে এবং মণ্ডলীর অন্য সকলের সাথে একত্রীকৃত করা হয়েছে। এক হৃদয়ে এবং জীবনে খ্রীষ্টিয়ানগন হল একটি পরিবার।

৪। কোনটি নতুন নিয়মানুসারে মণ্ডলী তাহার সিদ্ধান্তই আমাদের ঈশ্বরের জন্য প্রতিনিয়ত জীবন যাপন, আমাদের আধ্যাত্মিক পরিচয়, আমাদের উপাসনা, এবং আমাদের আধ্যাত্মিক কর্মের উপরে প্রভাব ফেলবে।

৫। প্রেরিত ২:৪১-৪৭; ৫:১১; ৭:৩৮; এবং ৮:১,৩ পদ বলে যে, নতুন নিয়মের মণ্ডলী পঞ্চাশত্তমীর দিনে শুরু হয়েছিল।

৬। ঈশ্বরের বাক্য হতে প্রধান ভ্রান্ত পথে গমন হয়েছিল দ্বিতীয় শতাব্দী এডিতে। এই ভিন্ন পথে গমন চূড়ান্ত হয়েছিল সপ্তম শতাব্দীতে ক্যাথলিক মণ্ডলীর উন্নতি এবং পোপের যুক্ত করণ এবং জটিল উচ্চ ক্ষমতার বন্টনের মাধ্যমে। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক মণ্ডলীর আরম্ভ হয়েছিল ১৬ শতকের দিকে।

৭। এক এক জন খ্রীষ্টিয়ান নিয়েই খ্রীষ্টের দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

৮। নতুন নিয়মে যে নাম পাওয়া যায়, তাহা ছাড়া অন্য কোন নামের দ্বারা, কোন দলকে বা সমষ্টিকে নতুন নিয়মের মণ্ডলীর সাথে এক বলে পরিচয় দেওয়া যায় না।

৯। হ্যাঁ, বর্তমান খ্রীষ্টিয়ানদেরকে নতুন নিয়মের মণ্ডলীর জন্য দেওয়া

প্রমাণিত পথ অনুসরণ করতে হবে যাহা ঈশ্বরের আদেশের অনুসারে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

ঈশ্বরের লোকদের জন্য বিশেষ বাক্য

(১৩তম অধ্যায়ের প্রশ্ন পাওয়া যাবে 176 পৃষ্ঠায়)

১। ঈশ্বর ইস্রায়েলের রাজা ছিলেন, সরকার প্রধান এবং তাহাদের ধর্মের প্রধান। ইস্রায়েল ছিল এক "ধর্ম-রাষ্ট্র/theocracy" (ঈশ্বর শাসিত এক জাতি)।

২। দায়ুদ রাজা যিহোবার সেবক ছিলেন। তাহার ক্ষমতা মোশির ব্যবস্থা দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল।

৩। দানিয়েলের ভাববানী অনুসারে, আগত ভবিষ্যৎ রাজ্য ছিল এক বিশেষ ধরনের রাজ্য। ইহা হবে অনন্তকালীন রাজ্য যাহা অন্যান্য সকল প্রকার রাজ্যের চেয়ে আলাদা প্রকৃতির।

৪। পবিত্র আত্মার পরিচালনার দ্বারা "রাজ্য" শব্দটি আস্তে আস্তে "মণ্ডলী" শব্দ দিয়ে পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়েছে। এই শব্দটি খ্রীষ্টকে রাজার ভূমিকায় মানুষের হৃদয়ে কিভাবে মণ্ডলীর সৃষ্টি করেছে তাহা প্রদর্শিত করা হয়েছে।

৫। পৌল রাজ্যের মধ্যে ছিলেন, কিন্তু সেই সাথে সাথে স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশের অপেক্ষায় ছিলেন। বিশ্বস্ত খ্রীষ্টিয়ানগন এখন খ্রীষ্টের আধ্যাত্মিক শাসনের অধীনে আছেন, কিন্তু ঈশ্বরের সাথে, খ্রীষ্টের সাথে, এবং পবিত্র আত্মার সাথে অনন্তকালে সম্পূর্ণ ভাবে এবং নিকটতম সম্পর্কে সম্পর্কিত হবেন।

৬। নতুন নিয়মে "মণ্ডলী" শব্দটি ১১৪ বার ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা নতুন নিয়মের এই শব্দের ব্যবহার না বুঝতে পারলে খ্রীষ্টের দেওয়া পরিত্রাণের পথ বুঝতে পারব না। (বার্তি সংযুক্তি ৩ দেখুন 300 পৃষ্ঠায়।)

৭। "মণ্ডলী" শব্দটি সাধারণভাবে একত্রিত হওয়াকে বুঝানো হয়েছে, যেমন প্রেরিত ১৯:২৫।

৮। "মণ্ডলী" শব্দটি দ্বারা নতুন নিয়মে সর্বদা ধর্মীয় একত্রিত অথবা আহূতদের একত্রিত হওয়ার অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই।

মণ্ডলীর ঐশ্বরিক উপাধি

(১৪তম অধ্যায়ের প্রশ্ন পাওয়া যাবে 190 পৃষ্ঠায়)

১। যীশু হলেন রাজা (মস্তক) এবং মণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ হলেন তাঁহার আধ্যাত্মিক রাজ্যের নাগরিক।

২। খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে সৃষ্টি করেছেন, ক্রয় করেছেন, মালিক এবং উহার মস্তক হিসেবে কার্য্য করতেছেন। মণ্ডলীকে অবশ্য "ঈশ্বরের মণ্ডলী" বলেও ধরা যায়।

৩। মণ্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট উপাধি ঈশ্বর কর্তৃক দেওয়া হয়েছে। উহা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধন করে এবং আমাদের উহা ব্যবহার করা উচিত।

৪। বাইবেল যেভাবে সেইভাবে যদি আমরা মণ্ডলীকে অভিহিত করি, তবে আমরা যথার্থ পথে গমন করতেছি, যাহা ঈশ্বর চাচ্ছেন যেন আমরা হই।

৫। খ্রীষ্টিয়ানগন ঈশ্বরের পরিবার। তাহাদের দীক্ষার সময় লোকদেরকে ঈশ্বর তাহার সন্তান হিসেবে দত্তক নিয়ে নেন, তাহাদেরকে পারিবারিক অধিকার দান করেন, এবং খ্রীষ্টের সাথে অনন্ত কালের অধিকারী করেন।

৬। একজন "খ্রীষ্টিয়ান" খ্রীষ্টের অনুসারী, যিনি চেষ্টা করেন যীশু তাঁহার অনুসারীদের যে শিক্ষা দিয়েছেন সেই শিক্ষার অনুসারে জীবন যাপন করতে।

৭। পৌল বলেছিলেন, "আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মরণ লাভ।"

৮। দীক্ষার সময়, সকলে ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে দত্তক প্রাপ্ত হয়। তিনি অনন্তকালীন অধিকার প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, সেই সাথে ঈশ্বরের জাগতিক পরিবারের শক্তি ও সহায়তা পেয়ে থাকেন। ঈশ্বর হলেন পিতা, যীশু হলেন বড় ভাই এবং সকল খ্রীষ্টিয়ানগন হলেন খ্রীষ্টেতে ভাই ও বোন।

৯। "শিষ্য" শব্দটি ২৩৮ বার নতুন নিয়মে ব্যবহার করা হয়েছে।

১০। শিষ্য হলেন তিনি, যিনি তাহার চেয়ে মহান কাহারও কাছে নিজেকে দান করেন এবং ক্রমানুসারে তাহার ঊর্ধ্বতনের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি হলেন শ্রোতা, ছাত্র এবং অধ্যয়নরত।

১১। "সাধুবর্গ" ঈশ্বরের জন্য আলাদা করে রাখা ব্যক্তিগন। একজন ব্যক্তি "সাধু" হতে পারেন, ঈশ্বরের জন্য আলাদা হতে পারেন তখনই যখন

তিনি খ্রীষ্টিয়ান হয়ে থাকবেন। একজন সাধুকে পবিত্র আহবানে আহূত করা হয়েছে, যিনি পবিত্র কার্য্য করে জীবন যাপন করেন এবং শেষ কালে নিজেকে "পবিত্র এবং নিষ্পাপ এবং কলঙ্কের ঊর্ধ্বে" রেখে ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হতে চাহেন। (কলসীয় ১:২২ পদ দেখুন।)

খ্রীষ্ট, মণ্ডলীর মস্তক

(১৫তম অধ্যায়ের প্রশ্ন পাওয়া যাবে 199 পৃষ্ঠায়)

১। যে নেতৃত্ব সামনে থেকে পরিচালনা করে না, তাহা সত্যিকারের নেতৃত্ব নয়।

২। যীশু তাঁহার মণ্ডলীকে তাঁহার ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালনা দান করেন। (ইফি ১:২১,২৩; কলসীয় ১:১৮,১৯ পদ দেখুন।)

৩। খ্রীষ্ট মণ্ডলীর মস্তক হিসেবে কালের শেষ পর্যন্ত রাজত্ব করিবেন।

৪। যীশু বিশুদ্ধ জীবন যাপন করেন এবং ঈশ্বর পিতার বাধ্য হয়ে আমাদের যথার্থ উদ্ধার কর্তা হয়েছেন।

৫। আমরা যাহা সর্বদা দেখি, সেই মতই হয়ে থাকি। কিভাবে জীবন যাপন করতে হয় তাহার আদর্শ হিসেবে খ্রীষ্টিয়ানগন খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টি রাখে। তিনি তাহাদেরকে তাঁহার বিশুদ্ধ জীবন দ্বারা পরিচালিত করেন।

৬। আমরা খ্রীষ্টের নম্রতা এবং সেবা কর্মের উদাহরণ অনুসরণ করি।

৭। যেভাবে প্রয়োজন হয় সেইভাবে একে অপরের সেবা করার মাধ্যমে খ্রীষ্টিয়ানগন "একে অপরের পা ধুইয়ে দেয়।"

মণ্ডলীতে প্রবেশ

(১৬তম অধ্যায়ের প্রশ্ন পাওয়া যাবে 209 পৃষ্ঠায়)

১। প্রভুর মণ্ডলীর অমূল্য উত্তমতা উহার ঐশ্বরিক উৎপত্তি, এবং যে মহামূল্য উহার উপরে দেওয়া হয়েছে তাহা দ্বারা দেখানো হয়েছে।

২। হ্যাঁ, মহা আজ্ঞার শর্ত সমূহ আমাদের জন্য আজকেও ধরাবাঁধা হিসেবে দেওয়া আছে। এই শর্তগুলি পৃথিবীর ধ্বংস পর্যন্ত কার্যকারী থাকবে (মথি ২৮:১৮-২০)।

৩। ক্রুশের উপরের চোরের ন্যায় আমরা আজকে পরিত্রাণ পেতে পারি না,

কারণ চোর পুরাতন নিয়মের অধীনে মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন যেহেতু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁহার মহা আজ্ঞা আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে।

৪। আজকে মণ্ডলীর সদস্য হতে হলে অবশ্যই; বিশ্বাস, মন পরিবর্তন, খ্রীষ্টকে স্বীকার এবং বাপ্তিস্ম নিতে হবে (প্রেরিত ২:৩৮,৪৭)।

৫। কোন মনুষ্য অন্যকে প্রভুর মণ্ডলীতে যুক্ত করে না; একমাত্র ঈশ্বরই তাহা করে থাকেন।

৬। যদি কেহ প্রেরিত পুস্তকে যেভাবে করা হয়েছিল সেইমত করে খ্রীষ্টিয়ান হতে পারেন, তবে প্রেরিত পুস্তকের ঐ লোকদের প্রতি ঈশ্বর যাহা করেছিলেন তাহাই উক্ত লোকের প্রতি তিনি করবেন।

৭। প্রেরিত ২ অধ্যায় অনুসারে যিনি সু-সমাচারে আজ্ঞাবহ হবেন, তিনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে, তিনি খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে আছেন। তিনি নিশ্চিত হতে পারবেন, কারণ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা নিশ্চিত।

৮। হ্যাঁ, যখন প্রভুর দেওয়া পরিত্রাণের শর্ত ভঙ্গ হয়, তখন মহা ক্ষতি সাধিত হয়। এই শর্ত গুলিকে পালন না করে এবং প্রভুর পরিকল্পনায় উহাদের উপযুক্ততা না বুঝে কেহই যীশুর আদেশকে গুরুত্ব সহকারে নিতে পারে না।

মণ্ডলীর ঐক্যতা

(১৭তম অধ্যায়ের প্রশ্ন পাওয়া যাবে 221 পৃষ্ঠায়)

১। ঐক্যতা হল মনোরম কারণ, ইহা খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস সৃষ্টি করে। ইহা উত্তম, কারণ খ্রীষ্ট উহার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

২। ক্রুশে মৃত্যুর পূর্বে খ্রীষ্ট তাঁহার বিশ্বাসীদের জন্য একান্ত ঐক্যতার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

৩। পৌল যীশুর নামে ঐক্যতার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

৪। এক পরিবারের সদস্যদের অনুরূপ খ্রীষ্টিয়ানগন খ্রীষ্টের সাথে এবং একে অপরের সাথে এক হয়েছেন।

৫। যখন কেহ খ্রীষ্টেতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন তিনি অন্য খ্রীষ্টিয়ানদের সাথে এক হয়ে থাকেন।

৬। শিক্ষায় এবং বিশ্বাসে মণ্ডলীতে ঐক্যতা আছে। যাহারা খ্রীষ্টের দেহে

প্রবেশ করে তাহেদের প্রত্যেক জনকে পবিত্র আত্মা দ্বারা ঐক্যতা দান করা হয়; সেই ঐক্যতা ধরে রাখা হল বাক্যের শিক্ষার প্রতি সকল খ্রীষ্টিয়ানদের আনুগত্যতার প্রকাশ।

৭। খ্রীষ্টের ইচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ করা ঐক্যতার সৃষ্টি করে।

৮। শিক্ষায় ঐক্যতা প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের বাইবেল পালনের গুরুত্বের উপরে নির্ভর করে, সেই সাথে দৈনন্দিন জীবন যাপনের ঐক্যতা একে অপরের প্রতি চিন্তার থেকে আসে। এই দুটোই মণ্ডলীর প্রয়োজন।

৯। ঐক্যতা বজায় রাখতে, খ্রীষ্টিয়ানদেরকে প্রেমে ও দয়ায় ভাইবোন বিবেচনা করতে হবে। কোন প্রকার স্বার্থ পরায়ণ না হয়ে প্রত্যেক জনকে তাহার নিজ মতামত এবং ইচ্ছাকে কম মূল্য দিতে হবে।

অনন্তকালীন পুরস্কার এবং শাস্তি

(১৮তম অধ্যায়ের প্রশ্ন পাওয়া যাবে 239 পৃষ্ঠায়)

১। যখন ঈশ্বর হলেন প্রেমী, দয়ালু এবং ধৈর্যশীল, সেই সাথে তিনি অবশ্য ক্রোধী এবং প্রতিশোধী ঈশ্বরও বটে। ঈশ্বর উভয়ই, দয়ালু এবং কঠোর।

২। অন্তবিহীন ভাবে অনন্তকাল ধরে অধার্মিক শাস্তি পেতে থাকবে। প্রকাশিত ১৪:১১ বলে যে তাহাদের যন্ত্রণা চলবে "চিরকাল-চিরদিন।"

৩। যাহাদের নরকে প্রেরণ করা হবে তাহাদেরকে ঈশ্বর হতে পৃথক করা হবে, শয়তান ও তাহার দূতগণের সাথে থাকবে, অগ্নি ও গন্ধকের হ্রদে যন্ত্রণা পাবে, গভীর অন্ধকারে, ঈশ্বরের দেওয়া শাস্তি পাবে।

৪। পৌল বর্ণনা দিয়েছেন, অদম্য এবং অপরিবর্তিত হৃদয় শাস্তি পাবে এই বলে যে তাহারা ঈশ্বরকে জানে না এবং সত্যে তাহারা আজ্ঞাবহ নয়।

৫। আমাদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হল, স্বর্গে গমন এবং নরকের তাড়না থেকে উদ্ধার পাওয়া।

৬। যাহারা পুরাতন নিয়মের অধীনে তাহাদের জন্য কনান দেশে দীর্ঘ জীবন ও উন্নতির প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য চিরস্থায়ী স্বর্গের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে।

৭। "স্বর্গ" দিয়ে ঈশ্বর তিনটি আলাদা এলাকাকে বুঝিয়েছেন। যেমন- (১) আকাশ, যেখানে মেঘমালা ও পাখীরা উড়ে বেড়ায়;

(২) মহাবিশ্ব, যেখানে তারকারাজি ও নক্ষত্রপুঞ্জে পরিপূর্ণ; এবং (৩) যেখানে ঈশ্বরের আবাসস্থান।

৮। আমাদের কোন সূর্য, চন্দ্র অথবা বাতি থাকবে না কারণ ঈশ্বর আমাদের আলো। আমাদের শারীরিক খাদ্যের প্রয়োজন নেই, কারণ আমাদের জীবন বৃক্ষের প্রতি অধিকার থাকবে।

৯। যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করবেন, তাহারা স্বর্গে যেতে পারবেন।

মনপরিবর্তন

(১৯তম অধ্যায়ের প্রশ্ন পাওয়া যাবে 252 পৃষ্ঠায়)

১। তাহার মৃত্যুর পরে, ধনী ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তার প্রাধান্যতার পরিবর্তন হয়েছিল। তিনি তাহার আত্মার অবস্থা নিয়ে চিন্তিত ও তাহার ভাইদের আধ্যাত্মিক অবস্থা নিয়ে চিন্তিত হয়ে ছিলেন।

২। "মন পরিবর্তন" হল কোণের প্রধান পাথর, কারণ যাহারা মন পরিবর্তন করেছেন শুধুমাত্র তাহারাই খ্রীষ্টিয়ান হতে পারবেন। মূলতঃ অনন্ত জীবনের দরজা একমাত্র সত্যিকারের মন পরিবর্তনের দ্বারা খুলতে পারা যায়।

৩। যিহূদার অনুতাপ (মথি ২৭:৩) প্রমাণ করে যে, মন পরিবর্তন হল অনুতাপের চেয়েও বেশী কিছু। যিহূদার অনুতাপ হয়েছিল যে, তিনি যীশুর সাথে প্রতারণা করেছেন, কিন্তু তিনি মন পরিবর্তন করেন নাই।

৪। ঐশ্বরিক মন দুঃখ অগ্রগামী হয় এবং মন পরিবর্তনের সৃষ্টি করে। ঐশ্বরিক মন দুঃখ হল প্রক্রিয়ার একটি অংশ, কিন্তু উহা মন পরিবর্তন নয়।

৫। শৌল ইচ্ছার পরিবর্তনের দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন যাহা তাহার মন পরিবর্তনের প্রকাশ পরিষ্কার ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি খ্রীষ্টের মণ্ডলীকে তাড়না বন্ধ করেছেন এবং তাহার সমস্ত জীবন যীশুর কাছে উৎসর্গ করেছেন।

৬। পৌল থিষলনীকীয়দের প্রশংসা করেছেন কারণ তাহাদের মন পরিবর্তনে "তাহারা প্রতিমাগণ হতে ফিরে সত্য ও জীবন্ত ঈশ্বরের দিকে ফিরেছিলেন" (১থিষ ১:৯)। তাহারা দেখিয়েছে যে মন পরিবর্তন শুধু মাত্র পাপ থেকে ফেরা নয়, কিন্তু

এর সাথে সাথে ঈশ্বরের প্রতি ফিরে আসাও।

৭। মন পরিবর্তন পাপ স্বীকারের চেয়েও অধিক কিছু যাহাতে পাপ হতে খ্রীষ্টের প্রতি ফিরতে হবে। অনেক মনে কারে যে, অন্য জনের কাছে পাপ স্বীকার করা হল মন পরিবর্তন। আমাদের মধ্যেকার পাপ চিনতে পারা অতি জরুরী (যাকোব ৫:১৬), কিন্তু এর সাথে পাপ কর্মকে পরিত্যাগ করাও অবশ্যই করণীয়।

৮। ঈশ্বরের অনুগ্রহ, পুরস্কারের প্রতিজ্ঞা, এবং শাস্তির ভয় হল মন পরিবর্তনের আধ্যাত্মিক তিনটি উদ্দীপক।

যীশুর সম্পর্কে আপনি কি ভেবেছেন?

(২০তম অধ্যায়ের প্রশ্ন পাওয়া যাবে 275 পৃষ্ঠায়)

১। যেহেতু যীশু হলেন স্বর্গে যাবার একমাত্র পথ, তাঁহার প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়াই নির্ণয় করবে যে আমরা কোথায় অনন্তকাল বসতি করব।

২। শিশু এবং ছোট বাচ্চাদের বাপ্তিস্মের প্রয়োজন নেই কারণ তাহারা পাপ কি তাহাই জানে না।

৩। বাপ্তিস্ম হল পাপ মোচন অথবা ক্ষমার জন্য।

৪। নতুন নিয়মের মণ্ডলী চিনতে হলে, প্রশ্ন করুন, "তাহারা কি নতুন নিয়মের মণ্ডলী হতে চেষ্টা করতেছে?"; "তাহারা কি প্রতি রবিবার প্রভুর ভোজ গ্রহণ করেন?"; "তাহারা কি বাদ্যযন্ত্র ছাড়া উপাসনায় গান গেয়ে থাকেন?"; "তাহারা কি যীশুর নামে প্রার্থনা করেন?"; "তাহারা প্রতি রবিবার সামর্থ্য অনুসারে দান করেন কি?"; "তাহাদের গঠনতন্ত্র কেমন?"; "এই জগতে তাহাদের কোন প্রকার প্রধান কেন্দ্র আছে কি?"; "তাহাদের উদ্দেশ্য কি?"

৫। রোমীয় ৬:৪ শিক্ষা দেয় যে, বাপ্তিস্ম হল জলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হওয়া।

৬। একজন খ্রীষ্টিয়ানের জীবনকে একটি উত্তম পন্থায় সার সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায় এই বলে যে, তিনি খ্রীষ্টেতে বাপ্তিস্ম নিয়েছেন এবং তিনি খ্রীষ্টের অনুসারী হয়েছেন।

৭। একজন খ্রীষ্টিয়ান ঈশ্বরের বাক্যের কাছে থাকেন যেন তিনি ঈশ্বরের প্রতি খ্রীষ্টের বিশ্বস্ততা, আনুগত্যতা অনুসরণ করতে পারেন।

৮। প্রতি রবিবারে বা প্রভুর দিনে; গান, প্রার্থনা, ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন, প্রভুর ভোজ গ্রহণ এবং দান সংগ্রহের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টিয়ানগন একত্রে উপাসনা করেন।

৯। প্রভুর ভোজ প্রস্তুতিতে, যীশু তাড়ীশুন্য রুটি এবং দ্রাক্ষাফলের রস অথবা আঙ্গুর ফলের রস ব্যবহার করেছিলেন।

১০। একজন খ্রীষ্টিয়ান হতে এবং খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন করতে হলে আপনাকে অবশ্যই (১) খ্রীষ্টের কাছে আসতে হবে, (২) তাঁহার জন্য জীবন যাপন শুরু করতে হবে, (৩) প্রতিনিয়ত অন্য খ্রীষ্টিয়ানদের সাথে উপাসনা করতে হবে, এবং (৪) অন্যদের সেবা করা শুরু করতে হবে।